

ক্ষমতার সুবাদে সব দিক দিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে জামায়াত

মামুন-অর-রশিদ ১১ বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকারে থাকার সুবাদে জামায়াত বিগত চার বছরে আখের গুছিয়ে নিয়েছে। সরকারী প্রশাসন থেকে আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র নিজেদের কর্মীদের নিয়োগ, পুনর্বাসন সারা বছরই পত্রিকার খবর হয়েছে। নিজেদের আর্থিক ভিত্তিও মজুত করিয়েছে শক্তিশালী কাঠামোর ওপর। ধর্মভিত্তিক এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ৪৮ স্তরে ১২ টি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত।



দৈনিক
জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

১৪ ডিসেম্বর ২০০৫ ইংরেজী

সুধবার ৩০ অক্টোবর ১৪১২ বাংলা

মামুন-অর-রশিদ ১১ বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকারে থাকার সুবাদে জামায়াত বিগত চার বছরে আখের গুছিয়ে নিয়েছে। সরকারী প্রশাসন থেকে আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র নিজেদের কর্মীদের নিয়োগ, পুনর্বাসন সারা বছরই পত্রিকার খবর হয়েছে। নিজেদের আর্থিক ভিত্তিও দাঁড় করিয়েছে শক্তিশালী কাঠামোর ওপর। ধর্মভিত্তিক এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ৪৮ স্তরে ১২ টি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত। গেরিলা কায়দায় সামরিক শৃঙ্খলে পরিচালিত হচ্ছে মৌলবাদী অর্থনীতি। ভূগমূল পর্যায়ে একজন মাঠকর্মীকে একটি বাইসাইকেল প্রদান থেকে উচ্চ স্তরে শীর্ষ কর্মীদের প্রাইভেট কার প্রদান নির্ধারিত ৪৮ স্তরে সন্নিবেশিত। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের বার্ষিক নিট মুনাফা ১২শ' ৬ কোটি টাকা। মোট মুনাফার ৩০ শতাংশ পারিশ্রমিক হিসাবে ব্যয় করে সংগঠনের কয়েক লাখ পূর্ণকালীন কর্মী বাহিনী (হোম টাইমার) গড়ে তোলা হয়েছে। ২০ শতাংশ মৌলবাদী আদর্শ সম্প্রসারণে কথিত সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হয়। বাকি ৫০ ভাগ প্রতিবছর মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করে নতুন নতুন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক বাণিজ্য। ব্যবসা সম্প্রসারণে তারা চতুর এবং কৌশলী। সেবা খাতকে তারা ব্যবসার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিচ্ছে। এতে এক সঙ্গে তারা অধিক মুনাফা অর্জন করছে, অন্যদিকে ধর্মকে এই শক্তি তাদের ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। অতিসম্প্রতি মানব উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র পরিচালিত এক গবেষণা পত্রে এ কথা বলা হয়েছে।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে জামায়াত তাদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে। একই সঙ্গে তারা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গার দায়িত্বে থাকার কারণে তারা এনজিওসহ নানা সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজটি সেরে নিয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে 'সংলোকে'র শাসনের দাবিদার মণ্ডলানা মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে দলীয় লোকদের মাঠপর্যায়ে সুপারভাইজার নিয়োগের অভিযোগ ওঠে। শুধু নিজেদের আখের গুছানো নয়, একই সঙ্গে প্রগতিশীল ধারার অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতেও এই সরকার সক্রিয় ছিল। যেটা বিগত বিএনপি শাসন আমলে ঘটেনি। জামায়াত সরকারে থাকার কারণে এভাবে মতো গতিশীল একটি সংগঠন ভেঙ্গে দিতে তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। যারা জীবন দিয়ে দেশ এনে দিল তাদের ওরা দেশদ্রোহী বানিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টায় কুষ্ঠিত হয়নি।

মানব উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তির অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তারা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে উচ্চ মুনাফা অর্জনের খাতে ব্যয় করে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মানুষকে নিজেদের অন্ধ গলি পথে টানতে তারা পারলৌকিক জীবন নিয়ে লৌকিকতায় যতই পারদর্শিতা প্রদর্শন করুক না কেন ইহলৌকিক-পার্থিব জীবন নিয়ে তারা অধিকতর সচেতন। তারা ট্র্যাফেজিক বিনিয়োগে অধিক উৎসাহী। বিনিয়োগ খাত নির্ধারণে তারা দ্রুত জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রগুলোকেই বেছে নেয়।

মৌলবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি অনেকটা সমাজতান্ত্রিক মডেল অনুকরণে। বাংলাদেশে এখন ক্যাডারভিত্তিকরাজনীতির সহায়তায় মৌলবাদ যে সব আর্থ-রাজনৈতিক মডেলের ভুলনামূলক কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, সেই ১২টি বৃহৎ বর্গের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসায়িক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট, সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য-প্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার, বেসরকারী সংস্থা। বাংলা ভাইয়ের মতো প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম যেখানে ১০ মাসের অপারেশনে হাদিয়ার অর্থ হিসাবে আদায় করে নিয়েছে পাঁচ কোটি টাকা। বাংলা ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি বগুড়ার কনীপাড়া ঈদের ফেতরা ও কোরবানির চামড়া বিক্রির অর্থ তার নামে একটি ফান্ডে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এক সময় মৌলবাদী অর্থনীতি বিদেশী অর্থের ওপর নির্ভর থাকলেও বর্তমানে তাদের নিজস্ব অর্থনীতির ভিত্তি এতটাই শক্তিশালী যে, বাইরের সদস্যদের ওপর তাদের খুব একটা নির্ভর করতে হয় না।

মৌলবাদী অর্থনীতির বারো আর্থিক খাতের মধ্যে আটটি খাত ইতোমধ্যেই দেশব্যাপী ব্যাপক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানি থেকে বার্ষিক নিট মুনাফা তিন শ' ২৫ কোটি টাকা যা নিট মুনাফার ২৭ শতাংশ। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খুচরা পাইকারি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদির নিট মুনাফা এক শ' ৩৫ কোটি টাকা যা মোট মুনাফার শতকরা ১০ দশমিক ১০ শতাংশ। গুরুত্বপূর্ণ, ডায়ালগনটিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিট মুনাফা এক শ' চার কোটি টাকা যা মোট মুনাফার ১০ দশমিক চার শতাংশ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ কিভার গার্টেন থেকে নিট মুনাফা এক শ' কোটি টাকা যা মোট মুনাফার ৯ দশমিক দু' শতাংশ। যোগাযোগ ক্ষেত্রে ট্রাক, বাস, লঞ্চ, স্ট্রামার, জাহাজ, কার, তিন চাকার সিএনজি ও সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে বার্ষিক মুনাফা একটি টাকা যা মোট মুনাফার ৭ দশমিক পাঁচ শতাংশ। জমি-দালান (রিয়েল এস্টেট) থেকে নিট মুনাফা এক শ' কোটি টাকা যা মোট মুনাফার ৮ দশমিক তিন শতাংশ। বেসরকারী সংস্থার মোট মুনাফা দু'শ' ৫০ কোটি টাকা যা মোট মুনাফার ২০ দশমিক ৮ শতাংশ। মৌলবাদী অর্থনীতির ১২শ' কোটি টাকার এই নিট মুনাফা সরকারের মোট বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৬ ভাগ। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের আন্তর্জাতিক সম্পদের শতকরা ১২ ভাগের সমপরিমাণ। 'বাংলাদেশে মৌলবাদী অর্থনীতির বিস্তৃতি' শীর্ষক এক গবেষণা পত্রে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

প্রবন্ধে আরও বলা হয়, তাদের অর্থনীতির বিকাশ বিস্তৃতির হার সম্ভাবনা নির্দেশে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, মৌলবাদী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে ৭ থেকে ৯ ভাগ। দেশের মূল শ্রোতের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক গড়ে সাড়ে চার থেকে পাঁচ ভাগ। এই কারণে দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণাপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়, চিকিৎসা সেন্টার, গুরুত্ব উৎপাদন, বেসরকারী ক্লিনিক, মৌলবাদীদের দখলে চলে গেছে। বিভিন্ন ক্লিনিকে প্রবেশ করার পর ধর্মভিত্তিক যে সকল বই পড়তে দেয়া হয় তা থেকে এটি সহজেই সকলে বুঝতে পারছে। অন্যদিকে কিভারগার্টেন ও উচ্চ শিক্ষার বেসরকারীকরণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে এ দুটিকে তারা বিশেষ টার্গেট নিয়ে কাজ করছে। তবে মৌলবাদী রাজনীতির এই মুহূর্তে মূল টার্গেট তথা-প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম দখলে নেয়া। সে লক্ষ্যে তারা সাবসিডি়র নামে অসম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ম্যানিপুলেশন করে তথ্য প্রবাহের সাথে যুক্ত হচ্ছে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য। মৌলবাদী অর্থনীতির মডেলসমূহ ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা কৌশল সাধারণ ব্যবসায়ের নীতি কৌশলের দিক থেকে অনেক দিক থেকে ভিন্ন। তাদের অর্থনৈতিক মডেলসমূহ পরিচালনা কৌশলে প্রতিটি মডেলই রাজনৈতিকভাবে উদ্ভুদ্ধ উচ্চ মানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে নিয়োজিত, প্রতিটি মডেলে বহুস্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যেখানে নির্দিষ্ট স্তরের মূলনীতি নির্ধারণী কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনস্থ, বিভিন্ন মডেলের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন থাকলেও উচ্চ স্তরের কো-অর্ডিনেটরদের পরস্পরের পরিচিতি যথেষ্ট গোপন রাখা হয়। এক ধরনের গেরিলাযুদ্ধের রণনীতিতে চলে তাদের অর্থব্যবস্থাপনা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই সুসংবদ্ধ-সুশৃঙ্খল সামরিক শৃঙ্খলার আদলে পরিচিতি। কোন প্রতিষ্ঠান যখনই আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অধিক ফলপ্রসূ মনে হয় তা যথাক্রমে অন্যস্থানে বাস্তবায়ন করা হয়। মৌলবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নে 'রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে' রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন। মৌলবাদীরা দরিদ্র মানুষ-যুব বেকার হতাশার সুযোগে পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থাপনায় তাদের ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত বলে গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়।

